ঘরে ঘরে সুসম্পর্ক গড়ে তুলি

‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫’ মেনে চলি

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক

(গৃহশ্রমিকদের মানবাধিকার, সুরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক)

ভূমিকা

সরকার গৃহকর্মীদের জন্য একটি 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে এ নীতি একটি মাইলফলক। আমরা বিশ্বাস করি সরকার, গৃহশ্রমিক, নিয়োগকারী, নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের আন্তরিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই এই নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব; যার ফলে উপকৃত হবেন সবাই- নিরাপদ হবে গৃহশ্রমিক ও নিয়োগকারীদের জীবন, গড়ে উঠবে মানবিক মর্যাদাপূর্ণ আমাদের প্রত্যাশিত সমাজ।

- গৃহকর্মী আমাদের সাথে একই বাসা-বাড়ীতে বাস করে তাই তারা আমাদের পরিবারের সদস্য। নিজের ঘর ছেড়ে তারা অন্যের বাড়ীতে কাজ করে তাই তারা গৃহশ্রমিক।
- একজন গৃহকর্মী নিয়োগের প্রথম দিন তাকে পরিবারের সদস্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন এবং তার কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোমতো বুঝিয়ে দিন।

এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, পরিবারসহ মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি ও কল্যাণ, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসন প্রভৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। একই সাথে এ নীতি সংবিধানে ঘোষিত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি হিসেবে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

নীতিমালাটি নিজে অনুসরণ করুন এবং প্রতিবেশীকেও প্রতিপালনে উৎসাহিত করুন। নীতিমালাটির মূল কথা সকলের জানা দরকার। নীতিমালার প্রধান প্রধান বিষয় -

- গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ কার্যক্রম
- মজুরি, গৃহকর্মীর বয়স, গৃহকর্মী নিয়োগের চুক্তি ও নিয়োগ
- কর্মঘন্টা, ছুটি, বিশ্রাম ও বিনোদন মজুরি
- শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ
- প্রসূতিকালীন সুবিধা

- নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা
- গৃহকর্মীর অব্যাহতি
- মনিটরিং সেল ও অভিযোগ জানানো
- দায়িত্ব: সরকার, নিয়োগকারী, গৃহকর্মী

মজুরী নির্ধারণ

- উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারিত হবে। পূর্ণকালীন গৃহকর্মীর মজুরি যাতে গৃহকর্মীর পরিবারসহ সামাজিক মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের উপযোগী হয় নিয়োগকারী তা নিশ্চিত করবেন। গৃহকর্মীর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা হলে তা মজুরির অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে।
- খণ্ডকালীন গৃহকর্মীর মজুরিঃ খণ্ডকালীন গৃহকর্মীর মজুরি উপরোক্ত পদ্ধতিতে কাজ বা কাজের ধরন কিংবা কাজের সময় (ঘণ্টা) এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। খণ্ডকালীন গৃহকর্মীর ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা হলে তা মজুরির অতিরিক্ত বলে গণ্য হবে।
- নিয়োগকারী গৃহকর্মীকে প্রতি মাসের মজুরি পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) তারিখের মধ্যে পরিশোধ করবেন।

মজুরি ঠিকমতো পেলে গৃহকর্মী তার নিয়োগকারীর প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবে। এতে করে তার কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে, সংসারের কাজে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং আপনি এর সুফল ভোগ করবেন।

গৃহকর্মী নিয়োগের চুক্তি

গৃহকর্মী নিয়োগে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান অনুসরণ করা হবে।

- ১৪ বছর পূর্ণ করেছে তবে ১৮ বছরের কম এরূপ বয়সে গৃহকর্মে নিয়োজিত কিশোর বা কিশোরী কিংবা হালকা কাজের ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়:প্রাপ্ত শিশু নিয়োগ করতে হলে আইনানুগ অভিভাবকের সাথে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে নিয়োগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে নিয়োগ প্রদান যুক্তিযুক্ত। তবে মৌখিক চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্য সম্পন্ন হলে তা গৃহকর্মী

ও নিয়োগকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে আলোচনা সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

বিস্তারিত আলোচনাকালে কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে ঃ

(ক) নিয়োগের ধরন
(খ) নিয়োগের তারিখ
(গ) মজুরি
(ঘ) বিশ্রামের সময় ও ছুটি
(ঙ) কাজের ধরন
(চ) গৃহকর্মীর থাকা-খাওয়া
(ছ) গৃহকর্মীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতা এবং
(জ) গৃহকর্মীর বাধ্যবাধকতা;

- নিয়োগপত্র কিংবা চুক্তি বা সমঝোতা বা ঐকমত্যে উল্লিখিত শর্তসমূহ উভয় পক্ষ মেনে চলতে বাধ্য থাকবে, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে উক্ত শর্তাবলী যাতে দেশের প্রচলিত আইন ও নীতির পরিপন্থী না হয়;

চুক্তির ফলে গৃহকর্মীর দায়িত্ব পালনে স্বচ্ছতা বজায় থাকবে। পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। গৃহকর্মী তার কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবে, তেমনি আপনিও তার কাছ থেকে সুষ্ঠু সেবা পাবেন।

প্রত্যেক গৃহকর্মীর কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তিনি পর্যাপ্ত ঘুম, বিশ্রাম, চিত্তবিনোদন ও প্রয়োজনীয় ছুটির সুযোগ পান। গৃহকর্মীর ঘুম ও বিশ্রামের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্থান নিশ্চিত করতে হবে। গৃহকর্তা বা গৃহকর্ত্রীর অনুমতি নিয়ে গৃহকর্মী সবেতনে ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

প্রসূতিকালীন সুবিধা

সন্তান-সম্ভবা গৃহকর্মীকে তার প্রসূতিকালীন ছুটি হিসেবে মোট ১৬ সপ্তাহ (প্রসবের পূর্বে ৪ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ১২ সপ্তাহ অথবা গৃহকর্মীর সুবিধা অনুসারে) সবেতনে মাতৃত্ব ছুটি প্রদান করতে হবে।

চিকিৎসা

অসুস্থ গৃহকর্মীকে কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিয়োগকারী নিজ ব্যয়ে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন।

ধর্ম পালনের সুযোগ

গৃহকর্মীকে স্বীয় ধর্ম পালনের সুযোগ করে দিতে হবে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ

কর্মরত অবস্থায় কোনো গৃহকর্মী দুর্ঘটনার শিকার হলে যথাযথ চিকিৎসাসহ দুর্ঘটনা ও ক্ষতির ধরন অনুযায়ী নিয়োগকারী ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

- কোন ক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোনো প্রকার অশালীন আচরণ অথবা দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। গৃহকর্মীর উপর কোনো রকম হয়রানি ও নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রচলিত আইন অনুযায়ী সরকারের উপর বর্তাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ও সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী প্রদান করবে।
- নিয়োগকারী, তার পরিবারের সদস্য বা আগত অতিথিদের দ্বারা কোন গৃহকর্মী কোনো প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন যেমন- অশ্লীল আচরণ, যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক আঘাত অথবা ভীতি প্রদর্শনের শিকার হলে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- গৃহকর্মী নির্যাতন বা হয়রানির ঘটনায় সংশ্লিষ্ট থানা যেন দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জারি করবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গৃহকর্মীর প্রতি নির্যাতনের প্রতিকারে প্রয়োজনে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে সরকারের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।
- গৃহকর্মী কর্তৃক দায়েরকৃত যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতন কিংবা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের মামলা সরকারি ব্যয়ে পরিচালিত হবে। যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের গাইড লাইন প্রযোজ্য হবে।
- গৃহকর্মী তার কর্মরত পরিবারের সদস্য বিশেষ করে শিশু, অসুস্থ ও বৃদ্ধ বা অন্য কোন সদস্যের প্রতি কোনরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বা পীড়াদায়ক আচরণ করতে পারবে না। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলে নিয়োগকারী তার নিয়োগ বাতিল করতে পারবে এবং তার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

- নিয়োগকারী পূর্ণকালীন গৃহকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ছবিসহ সংশ্লিষ্ট থানাকে অবহিত করতে পারবেন।
- নীতিতে যাই থাকুক না কেন গৃহকর্মী নির্যাতনের ঘটনায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কোন বাধা কিংবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না।

গৃহকর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ঃ

নিয়োগকারী রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক গৃহকর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে নিয়োগ করতে পারবেন।

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি ঃ

বংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে গৃহকর্মীদের যৌক্তিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

চাকুরির অবসান

ক. স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে চাকরি থেকে অপসারণ বা অবসানের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে ন্যূনতম ০১ (এক) মাস পূর্বে পরস্পরকে অবহিত করতে হবে।

খ. যদি তাৎক্ষনিকভাবে গৃহকর্তা গৃহকর্মীর চাকরির অবসান ঘটায় তাহলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মজুরি প্রদান করে চাকরির অবসান ঘটাতে হবে।

অব্যাহতির বিষয়টি আগাম জানলে গৃহকর্মী অন্য কোথাও তার কাজের ব্যবস্থা করার সুযোগ পাবে। আবার, তার স্থলে নতুন গৃহকর্মী নিয়োগ করতে আপনিও সময় পাবেন।

মনিটরিং সেল গঠন

এ নীতি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মনিটরিং সেল থাকবে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনসমূহের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা কিংবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকা বাদে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি করে মনিটরিং সেল গঠিত হবে।

অভিযোগ জানানো

কোনো গৃহকর্মী তার নিয়োগকারী কর্তৃক এ নীতি ভঙ্গ বা অন্য কোনভাবে নির্যাতন বা বঞ্চনার শিকার হলে উক্ত বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মনিটরিং সেল বা সংশ্লিষ্ট দপ্তর কিংবা মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনসমূহে টেলিফোন বা মোবাইল ফোন বা লোক মারফত বা চিঠির মাধ্যমে বা দরখাস্ত বা আবেদনের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগতভাবে হাজির হয়ে, মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন। এ নীতির আওতায় সরকার কর্তৃক মনিটরিং সেল ব্যতীত অন্যত্র প্রাপ্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট মনিটরিং সেল কর্তৃপক্ষকে যথাশীঘ্র অবহিত করতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে স্থাপিত ০৮০০৪৪৫৫০০০ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১০৯ নম্বর হেল্পলাইনের যে কোনটিতে যোগাযোগ করে গৃহকর্মী নির্যাতন সংক্রান্ত অভিযোগ দেয়া যাবে।

পরিদর্শন কার্যক্রম

- এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং কোন ক্ষেত্রে নীতির ব্যত্যয় ঘটলে পরিদর্শনপূর্বক নীতির আলোকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের জন্য সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় সুশীল সমাজ ও স্থানীয় অধিক্ষেত্রে কর্মরত সরকারি প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন টিম গঠনের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে পরিদর্শন টিমে মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।
- পরিদর্শন টিম গৃহকর্মী নির্যাতন বা গৃহকর্মীর প্রতি অশালীন বা অমানবিক আচরণের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তাৎক্ষণিক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পরিদর্শন মন্তব্য বা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে মনিটরিং সেল বা জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পরিদর্শন প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত করবে। এছাড়া সময় সময় দৈবচয়নের মাধ্যমে গৃহকর্মীর প্রকৃত অবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করবে। তবে পরিদর্শনের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গোপনীয়তা (privacy) বা প্রশান্তি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- নিয়োগকারী কর্তৃক নীতি মেনে চলার বিষয়টি পরিদর্শন টিম সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় রাখবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সার্বিক আইনী সহায়তা প্রদান করবে। পরিদর্শন টিম উপযুক্ত বিবেচনা করলে সালিশের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারবে।

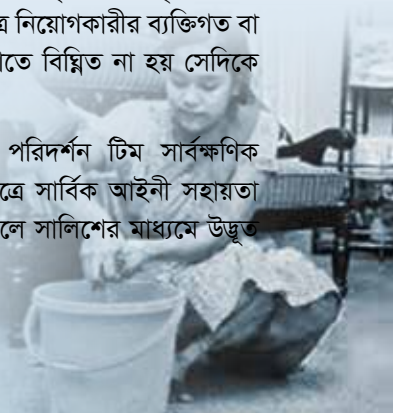

নিয়োগকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- নিয়োগকারী গৃহকর্মীর প্রতি মানবিক আচরণ করবেন। কোন ক্রমেই গৃহকর্মীর প্রতি কোন প্রকার অশালীন আচরণ, দৈহিক আঘাত অথবা মানসিক নির্যাতন করা যাবে না।
- প্রত্যেক নিয়োগকারী তার গৃহে নিয়োগকৃত গৃহকর্মীর বিষয়ে নীতিতে উল্লিখিত দিক-নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করবেন এবং নীতি অনুযায়ী গৃহকর্মীর প্রাপ্য অধিকার ও সুবিধাদি প্রদান করবেন।
- নিয়োগকারী জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত গৃহকর্মীর মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবেন।
- নিয়োগকারী অভিভাবকহীন কিশোর-কিশোরী গৃহকর্মীর মজুরি তার সম্মতিক্রমে ব্যাংকে জমা রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন যাতে গৃহকর্মী সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- গৃহকর্মী কোনো ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। তবে নিয়োগকারী নিজে কোন শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদান করবেন না।
- নিয়োগকারীর পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে গৃহকর্মীকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

গৃহকর্মীর নাম বিকৃত না করে অথবা অন্য কোন নামে না ডেকে সবাই যেন নিজ নামে ডাকে এ বিষয়ে পরিবারের সবাইকে বলুন। এতে গৃহকর্মী হীনমন্যতায় ভুগবে না এবং আপনার পরিবারের প্রতি তার সম্মান বেড়ে যাবে।

গৃহকর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- গৃহকর্মী আইনসম্মত সকল বিষয়ে নিয়োগকারীর পরিবারের বিশ্বাস-ভাজন থাকবেন।
- গৃহকর্মী কোন ধরণের অনভিপ্রেত বা নীতি বা নীতিবহির্ভুত কাজে জড়িত হবেন না।
- গৃহকর্মী বিনা কারণে বাড়ির বাইরে যাবেন না বা অপরিচিত কোন ব্যক্তির সাথে কথপোকথনে লিপ্ত হবেন না।

সরকারের দায়িত্ব

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত 'কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল' এবং জেলা, উপজেলা, সিটি কর্পোরেশন ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকার মনিটরিং কমিটি সময় সময় নিয়োগকারীর গৃহ পরিদর্শন করবেন।
- সরকার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে এবং এফএম রেডিও, মোবাইল মেসেজ, পোস্টারিং, লিফলেট, বুকলেট ইত্যাদির মাধ্যমে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি'২০১৫' প্রচার করবে। এছাড়া বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও আয়োজন করবে।
- আপনার পরিবারের কোন সদস্য বা আত্মীয় স্বজন কারো দ্বারা গৃহকর্মী শারীরিকভাবে নির্যাতিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নিন।
- প্রতিবেশী দ্বারা গৃহকর্মী নির্যাতনের সংবাদ পেলে মনিটরিং সেলকে জানান।

আপনার গৃহকর্মীকে সামাজিক মূল্যবোধ, বড়দের সালাম-আদাব দেয়া, শ্রদ্ধা করা ও ছোটদেরকে কিভাবে স্নেহের বাঁধনে বাঁধতে হয় তা শিখিয়ে দিন। এতে আপনার গৃহকর্মী এবং আপনার সন্তানদের মাঝে সু-আচরণের চর্চা হবে।

জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত 'গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক' ২০০৬ সাল থেকে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, মানব বন্ধন ও বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে গৃহকর্মীদের আইনগত স্বীকৃতি প্রদান ও শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জনমত তৈরী করেছে। নেটওয়ার্কের অব্যাহত প্রচারণা ও এডভোকেসির প্রেক্ষিতে সরকার গৃহকর্মীদের কল্যাণ ও সুরক্ষায় 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫' প্রণয়ন করেছে।

গৃহশ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা নেটওয়ার্ক

Domestic Workers Rights Network (DWRN)

অন্তর্ভুক্ত সংগঠনসমূহ:

আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন, বাংলাদেশ ফ্রী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, জাতীয় শ্রমিক জোট, জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, কর্মজীবী নারী, সুরভি, নাগরিক উদ্যোগ, নারী মৈত্রী, প্লান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, আওয়াজ ফাউন্ডেশন, কারিতাস, বাংলাদেশ লেবার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন।

যোগাযোগ: নেটওয়ার্ক সচিবালয়

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ - বিল্‌স

বাড়ী নং- ২০, রোড নং- ১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯

ফোন: +৮৮-০২-৯১৪৩২৩৬, ৯১২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৫৮১৫২৮১০

ইমেইল : bils@citech.net, dwrnbd@gmail.com

সহযোগিতায় ▶ OXFAM